বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(Women's Empowerment in Bangladesh: A Sociological Analysis)

জুবাইদা আয়েশা সিদ্দীকা[১]

Abstract: From global to national perspectives, women's empowerment has been one of the highly discussed issues in the present world. It has been prioritized to formulate policies and resolve problems not only in global level but also in Bangladesh's local level. Nevertheless, backwardness of women, all forms of violence and discrimination against women, raping, and their killing have been gradually increasing across the country. Hence, it is imperative to look into the issue thoroughly. The present paper attempts to analyze the theoretical and practical aspects of women's empowerment in Bangladesh context. The paper argues that both the condition and status of women in Bangladesh have to be changed through undertaking proper steps in order to ensure women's empowerment. The condition embodies the material situation in which a woman lives, that is, the situation which involves the wage level, nutrition, health, education and training facilities available for women. On the other hand, the status involves the extent to which a woman enjoys her social and economic status compared to a man. However, in the women development interventions, the conditions of women are usually more emphasized than their status. Finally, the paper suggests that to enhance the status of women, it is very essential to transform the society through an organized effort that would abolish the existing uneven power relationships concerning man and woman.

Keywords: empowerment, women's empowerment and gender discrimination

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। নারী ইস্যুকে বর্তমান সময়ে সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে কোন দেশের নারীর আর্থ-সাামজিক অবস্থা, অধিকার ভোগের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থেকে সে দেশের প্রকৃত উন্নয়নের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ও উদারনৈতিক মতবাদ বিকাশের সাথে সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়টি বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই জোরালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি ক্রমাগত বিকাশমান ধারণা। নব্বই দশকে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক পর্যায়ে রিওডিজেনিরো ধরিত্রী সম্মেলন (১৯৯২), ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো জনসংখ্যা সম্মেলন (১৯৯৪), কোপেনহেগেন সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫) এবং বেইজিং নারী সম্মেলন (১৯৯৫) সহ সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 'নারীর ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র নারীর ইস্যু নয়, এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ (Singh, 2003,

[১] Professor and Head of the Department of Social Work, Rajshahi College, Rajshahi, Email: zubaidasiddika@gmail.com

p.96)। বাংলাদেশে মূলত নব্বইয়ের দশক থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি ব্যাপকভাবে এবং যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা, এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র, এর প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের দিক আলোচিত হয়েছে।

ধারণার সংজ্ঞায়ন

ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নঃ ক্ষমতায়ন একটি বহুমুখী ও অবিভাজ্য ধারণা। ক্ষমতায়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Paulo Freire (1980)। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ক্ষমতায়ন একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ওঠে এবং তা কল্যাণ (welfare), উন্নয়ন (development), অংশগ্রহণ (participation), নিয়ন্ত্রণ (control), প্রবেশ (access), সচেতনায়ন (conscientisation) শব্দগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ক্ষমতা তথা ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ক্ষমতা। ক্ষমতা মানুষের সামাজিক ও সংস্কৃতিক সম্মান ও মর্যাদা, সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে (ইসলাম, ২০০৯)। Griffen (1987) এর মতে, ক্ষমতা বলতে কেবল পরিবারে নয়, সমাজের সকল স্তরে অবদান রাখার সক্ষমতা বোঝায় (Power means being able to make a contribution at all levels of society, not just in the home. Power also means having women's contribution recognized and valued)। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে (Mondol, 1990)। মূলত ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা ও প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষমতাহীনদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক সকল পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, যার জন্য দরকার জ্ঞান, দক্ষতা, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস (খানম, ১৯৯৮)। ক্ষমতায়নের ব্যাপকতা পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। Marilee Karl (1995) এর মতে, ক্ষমতায়ন হলো বৃহত্তর অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বর্ধিত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রূপান্তরমুখী কার্যক্রম (Empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to greater decision making power and control and to transformative action)।

নারীর ক্ষমতায়নঃ নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিরাজমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয় (চৌধুরী ও বেগম, ১৯৯৫)। জাতিসংঘের সংজ্ঞায়নে (UNDP, 1994) নারীর ক্ষমতায়তন হলো, নারীর সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া যা লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে উপলব্ধি, চিহ্নিতকরণ এবং অতিক্রমণের মাধ্যমে কল্যাণ ও সম্পদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে (It is the process by which women mobilize to understand, identify and overcome gender discrimination so as to achieve equality of welfare and equal access to resources). জাতিসংঘ (UN-DESA, 2010) নারীর ক্ষমতায়নকে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট উপাদানের নিরিখে চিহ্নিত করেছেঃ নারীর আত্মমর্যাদার উপলব্ধি (women's sense of self-worth), পছন্দ করার অধিকার (right to have and to determine choices), সম্পদে অংশগ্রহণ ও সুযোগের অধিকার (right to have access to

oportunities and resources), ঘরে-বাইরে নিজ জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার (right to have the power to control their own lives both within and outside the home), অধিকতর ন্যায়ানুগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনাকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা (their ability to influence the direction of social change to create a more just social and economic order)। নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ ক্ষমতাবানদের প্রতিস্থাপিত করে নারী কর্তৃক ক্ষমতায় অধিষ্ঠান নয়। নারীর ক্ষমতায়ন নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, অবস্থান ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা বোঝায় (চৌধুরী, ১৯৯৫)। ক্ষমতায়ন পদ্ধতি নারীর নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। নারীর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্পগুলো গ্রহণ এবং নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সক্ষমতার ওপর বিষয়টি নির্ভরশীল (গুহঠাকুরতা ও বেগম, ১৯৯৭ক)। Marilee Karl (1995) এর মতে, উন্নয়ন সংস্থা সমূহের পর্যবেক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়: (১) কর্মসংস্থান, আয়বর্ধন ও ঋণ সুবিধায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন; এবং (২) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ তথা নারীর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, সাক্ষরতা, মৌলিক চাহিদা ও সেবা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

পারিবারিক অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় গ্রহণের ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্মনিয়ন্ত্রণে নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা এবং বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা ইত্যাদি নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক (খানম, ২০১২)। নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের নির্দেশকগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে:

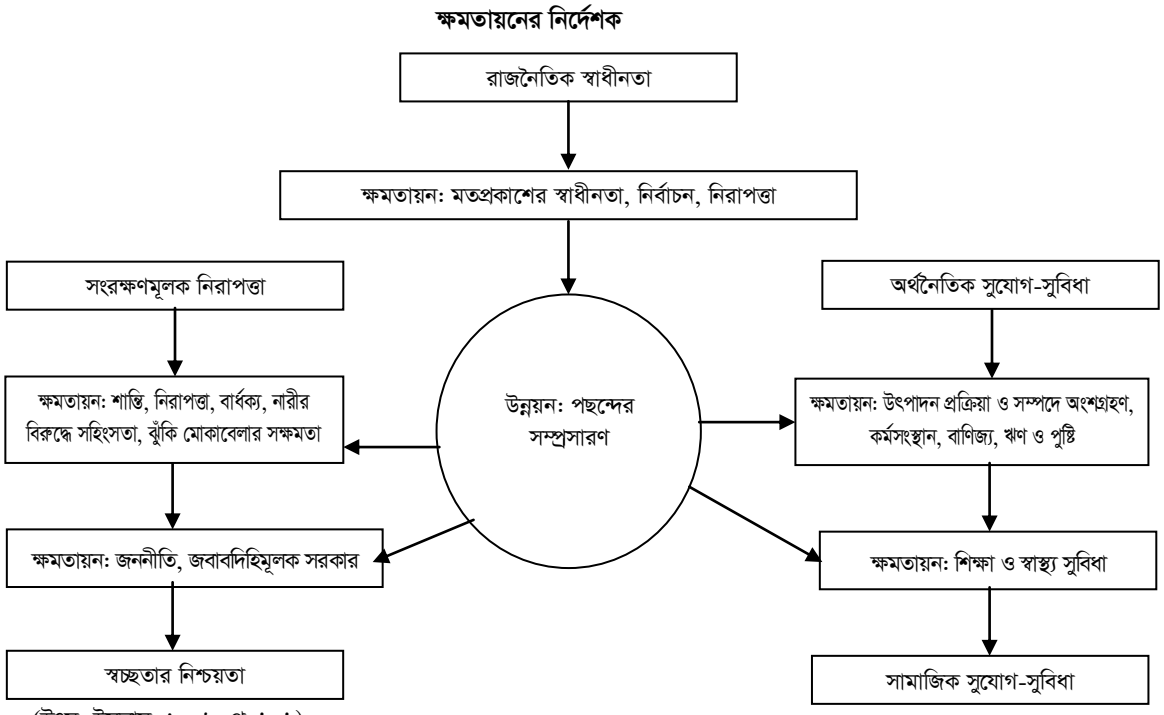

(উৎস: ইসলাম, ২০০৯, পৃ. ১০১)

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এই প্রবন্ধ রচনায় গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যয়নে নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ওপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সাম্প্রতিক গবেষণাভিত্তিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধটি দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থাৎ মাধ্যমিক উৎস (secondary source) ব্যবহার করে রচিত হয়েছে।

নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয়, বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয় নারীর ওপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নীলনক্সা তৈরির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোয় ফ্রেমবন্দি করে নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করা এবং তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভুত নয় (খানম, ২০১২)। 'পুরুষতন্ত্র' এবং 'লিঙ্গবৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে, তাকে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে প্ররোচিত করেছে। এই ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক শ্রম বিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাই 'বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা' সৃষ্টি করেছে। এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হলো নারীর ক্ষমতাচ্যুতির উদ্দেশে পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস (১৮৮৪) এর মতে, 'মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহাপরাজয়'। নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করে গৃহস্থালি কাজে আবদ্ধ করা মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের উত্তরণের প্রথম ধাপ। এঙ্গেলস গৃহস্থালি কাজে আবদ্ধ নারীকে 'ঘরোয়া ঝি' (domestic slave) আখ্যায়িত করেছেন। এই 'ঘরোয়া ঝি' ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালা ছিল বৈষম্যমূলক, নিপীড়নমূলক (Smith, 1997; খানম, ২০১২)। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের নারী শ্রমিকরা সমানাধিকারের দাবিতে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নারী ভোটাধিকার দাবির আন্দোলনে ১৯১৩ সনের ৮ জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন (Emily Wilding Davison, 1872–1913) শহীদ হন।

নারী আন্দোলনে ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও মূলত ম্যারি উলস্টোন ক্রাফটের (Mary Wollstonecraft, 1759-1797) 'ভিন্ডিকেশন অব দ্য রাইটস অব ওম্যান' (১৭৯২) গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে এর পেছনে ক্রিয়াশীল চেতনা অর্থাৎ 'নারীবাদ' এর উদ্ভব ঘটে (Freeman, 1973; Todd, 2002)। এমিলির আত্মাহুতির পথ ধরে ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার অনুমোদন করে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আনীত ১৯তম সংশোধনী বিল পাস হয় (Baker, 2002)। ভারতীয় নারীরা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে ভোটাধিকার লাভ করে (Chadha, 2004) । এই ভোটাধিকার রাজনীতিতে নারীর পদচারণার পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৬০ সালে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের (Sirimavo Bandaranaike, 1916-2000) শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণের মাধ্যমে নারীরাও সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সক্ষমতা দেখাতে শুরু করে। চিরায়ত গণ্ডির বাইরে নারীর পদচারণা শুরু থেকেই 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ' (Women in Development–WID)

প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটে। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে। পাঁচটি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায় (ইসলাম, ২০০৯; খানম, ২০১২):

১. **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach):** ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল নারীকে 'ভালো স্ত্রী' বা 'ভালো মা' হিসেবে গড়ে তোলায় সীমাবদ্ধ, যেখানে 'ভালো স্ত্রী' বা 'ভালো মা' উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

২. **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach):** জাতিসংঘ ঘোষিত নারীদশকে (১৯৭৫-৮৫) সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ জোরদার হয়ে ওঠে। এই পটভূমিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপিত হতে থাকে। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ' 'সিডও' (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW) গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. **দক্ষতাবৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach):** ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাকে মূলত নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach):** এই অ্যাপ্রোচটিরও সূচনা হয় বিগত শতাব্দীর আশির দশকে। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদের সম্পৃক্ত করা।

৫. **ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach):** বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সারকথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা তথা নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক থেকে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ।

বৈশ্বিক ও দৈশিক পটভূমিতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রায়োগিক দিক

নারীমুক্তি অর্জন বিগত দুই-তিন দশক ধরে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অধিকার অর্জন প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিলা রোবোথাম (Sheila Rowbotham) বলেন, 'এতকাল নারীর ইতিহাস অবগুণ্ঠিত থাকলেও সাম্প্রতিককালে সকল ক্ষেত্রে নারী ক্রমাগত দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে' (Phillips, 1994)। প্রায় দুইশত বছর আগে নারীমুক্তি আন্দোলনের সচেতন সূত্রপাত হলেও বিগত কয়েক দশকে এই আন্দোলন এমন এক মাত্রা অর্জন করেছে যার প্রভাববলয় থেকে বর্তমানে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র বা সমাজ মুক্ত নয় (McAfee, 2016)। বিশেষ করে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার বিশ্বজনীন নানা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নারীমুক্তি ও নারী আন্দোলন বিষয়টি

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এবং প্রায় সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অথবা সমগ্র কোর্সের অংশ হিসেবে বিষয়টির পঠন-পাঠন হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীমুক্তির ধারণা, নারী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনুধাবনের চেষ্টা চলছে এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ে নানা কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে। পুরুষতন্ত্র, নারীবাদ, নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী নির্যাতনের স্বরূপ, নারীর অধিকার, রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মী, উন্নয়নকর্মী, প্রশাসক, মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন (Islam, 2015)।

একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নানা সামাজিক-রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের নারীরূপে গড়ে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সে সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং নিজের এই অবস্থা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। পরিবার, কর্মজগৎ, বিনোদন, আইনি অধিকার সবক্ষেত্রেই লিঙ্গ-প্রক্রিয়ার অবাধ বিচরণ অব্যাহত থাকে (Edson and Jennifer, 2014)। এর বিরুদ্ধে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, নারী বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যে মেরি ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft, 1759-1797) থেকে কেইট মিলেট (Kate Millett, 1934-2017) পর্যন্ত এই চর্চার ধারা প্রবাহমান। গত শতাব্দীর শেষদিকে দেশে দেশে বিষয়টি নারীমুক্তি অর্জনের প্রধান সূত্র হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকালেই বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রথম লিঙ্গবৈষম্য ও নারীমুক্তি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু জ্ঞানচর্চা বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনেক পরে এই চর্চা শুরু হয়। পাকিস্তানী উপনিবেশিক আমলে এ দেশের নারী অধিকার আন্দোলনের সূচনা হয়; কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে এর সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যুক্ত হয়। জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের ১০, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৬৫ অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ 'বাংলাদেশ পুনর্বাসন বোর্ড' গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে এই বোর্ড জাতীয় সংসদের আইনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ বোর্ড' এবং পরবর্তীতে 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর' হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ঘোষিত হলে বাংলাদেশেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সরকার কর্তৃক জেন্ডার বিষয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণসহ বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়। এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর': (১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা; (২) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান; (৪) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান; (৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং (৬) সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম এই ছয়টি মূল কর্মসূচির আওতায় নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই অধিদপ্তর নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন সরকারি ও

বেসরকারি উদ্যোগ ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ২০১৭)। জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট National Council for Women and Children Development (NCWCD) গঠিত হয়েছে।[২] ২০১১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' প্রণীত হয়েছে (GoB, 2011)।

নারীর বিরুদ্ধে প্রচলিত অপরাধ, সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ আইন প্রণীত হয়েছে। প্রণীত এসব আইনের মধ্যে 'যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০', 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০', 'এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২', 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০', 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭' অন্যতম।[৩] গ্রামীণব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, কারিতাস, গণসাহায্য সংস্থা, টিএমএসএস, আরডিআরএসসহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলনসহ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে (Khan, 2014)। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব অর্জন বাংলাদেশে জেন্ডার স্টাডিজ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবীবিদ্যা চর্চা বা নারী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নের বাস্তব অবস্থা

নারীর ক্ষমতায়ন একট বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক-নানা স্তরে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শামীমা পারভীন (২০১২) 'নারীর ক্ষমতায়ন' প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, জেন্ডার ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান আশাপ্রদ নয়। তবে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো গেলে দারিদ্র্য, মৌলবাদ, এমনকি অদক্ষতাও নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

বাংলাদেশের নারীর প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে সংখ্যাগত অবস্থান ও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাজমা চৌধুরী (২০১২) "নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী" প্রবন্ধে বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানে কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের হার একটি বিশেষ মাত্রায় না থাকলে সেই গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ, মূল্যবোধ, নীতি, সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার দুষ্কর হয়ে পড়ে। অধস্তনতার জন্যই রাজনীতিতে নারীর যথোপযুক্ত হারে যথাযথ প্রতিনিধিত্বশীলতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আজও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি।

[২] See,http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notification_circular/90d27c18_7759_483d_8f74_20e720c727f4/NCWCD.pdf

[৩] Ministry of Law, The Government of Bangladesh, available at http://bdlaws.minlaw.gov.bd/index.php?page=html&language=english

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বা দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীলতার স্তর জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য। আবেদা সুলতানা (২০১২) "ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে অনুসন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী হলেও সরকারের নির্বাহী পরিষদ এবং প্রশাসনের পুরুষ নীতিনির্ধারকদের মধ্যেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা সীমাবদ্ধ।

মাহমুদা ইসলাম (২০০২) "বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে পুরুষতন্ত্রেরই ফল। তার মতে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সুশীল সমাজকে সঙ্গে নিয়ে নারী সংগঠনগুলোকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আন্দোলন যদি রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বের দৃঢ় ও আন্তরিক অঙ্গীকার আদায় করতে সক্ষম হয় জীবনের সর্বত্র নারীর সমান ও ন্যায্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, তবেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। শওকত আরা হোসেন (২০১২) "নারী: রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন" প্রবন্ধে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বশীলতা অর্জন খুব সহজ নয়। এদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটিই এমন যে তার মধ্যে নারী সেইভাবে স্থান করে নিতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে আন্তরিক নয়, তারা মূলধারার রাজনীতিতে নারীকে সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে বরং নানা ধরনের দৃশ্যমান বা অদৃশ্য বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। এই বাধাগুলোর উৎস হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্রের উচ্ছেদই কেবল পারে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে এবং প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীলতার মাধ্যমে নারীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে সাবিনা আক্তার (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ২০১২) দেখিয়েছেন, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কাঠামোয় নারীদের কেবল নির্বাচিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের ক্ষমতাচর্চার সুযোগও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন কাঠামোয় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যরা হয় নিষ্ক্রিয় করে রাখেন অথবা অসহযোগিতা করেন। নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করলেই কেবল এই প্রতিনিধিত্বশীলতার সুফল পাওয়া যেতে পারে এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। শুধু নারী প্রতিনিধি নির্বাচন নয়, জেন্ডারের সঙ্গে সুশাসনের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হলেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। একইভাবে সুশাসনের ফল হিসেবে নারী ক্ষমতায়নের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ২০১২)।

'জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৬ (UNDP, 2016) এ বিশ্বের ১৮৮টি দেশের লৈঙ্গিক উন্নয়ন ও অসমতা সংক্রান্ত দক্ষিণ এশিয়ার উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের নারীরা মধ্যম স্তরে অবস্থান করলেও, এই সূচকে নারী-পুরুষের ব্যবধান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম। কিন্তু মাথাপিছু আয় বিবেচনায় বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান কেবল ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের ওপরে (সারণি ১)। তবে জেন্ডার অসমতার নিরিখে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভূটান ও নেপালের পিছনে (সারণি ২)।

সারণি ১: দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে জেন্ডার উন্নয়ন

২০১৫ সালের সূচক

দেশ	মানবউন্নয়ন সূচক (মান)		প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)		স্কুলগমনের প্রত্যাশিত বয়স (বছর)		স্কুলগমনের গড় বয়স (বছর)		মাথাপিছু জাতীয় আয়*		মানবউন্নয়ন সূচকে অবস্থান
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	
শ্রীলংকা	০.৭৩৪	০.৭৮৫	৭৮.৪	৭১.২	১৪.৩	১৩.৬	১০.৩	১১.৪	৬,০৬৭	১৫,৮৬৯	৭১
মালদ্বীপ	০.৬৭৬	০.৭২১	৭৮.০	৭৬.০	১২.৮	১২.৭	৬.২	৬.৩	৭,১৫৫	১৩,৫৯১	১০৫
ভারত	০.৫৪৯	০.৬৭১	৬৯.৯	৬৬.৯	১১.৯	১১.৩	৪.৮	৮.২	২,১৮৪	৮,৮৯৭	১৩১
ভূটান	০.৫৭৩	০.৬৩৭	৭০.১	৬৯.৬	১২.৬	১২.৪	২.১	৪.২	৫,৬৫৭	৮,৩০৮	১৩২
বাংলাদেশ	০.৫৫৬	০.৫৯৯	৭৩.৩	৭০.৭	১০.৪	৯.৯	৫.০	৫.৬	২,৩৭৯	৪,২৮৫	১৩৯
নেপাল	০.৫৩৮	০.৫৮২	৭১.৫	৬৮.৬	১২.৭	১২.২	৩.২	৫.০	১,৯৭৯	২,৭১৮	১৪৪
পাকিস্তান	০.৪৫২	০.৬১০	৬৭.৪	৬৫.৪	৭.৪	৮.৮	৩.৭	৬.৫	১,৪৯৮	৮,৩৭৬	১৪৭

*(২০১১ সালের পিপিপি'র ভিত্তিতে, ইউএস ডলারে)

সূত্র: UNDP.(2016). *Human Development Report*. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/2016-report

সারণি ২: দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহে জেন্ডার অসমতা

২০১৫ সালের সূচক

দেশ	লিঙ্গবৈষম্য সূচক		মাতৃমৃত্যু হার	কিশোরী মাতৃত্ব হার	সংসদে নারী আসন (% হার)	কমপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসংখ্যা		শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার	
	মান	অবস্থান				নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
মালদ্বীপ	০.৩১২	৬৪	৬৮	৬.৭	৫.৯	৩৪.৩	৩০.৯	৫৭.৩	৭৮.৮
শ্রীলংকা	০.৩৮৬	৮৭	৩০	১৪.৮	৪.৯	৮০.২	৮০.৬	৩০.২	৭৫.৬
ভূটান	০.৪৭৭	১১০	১৪৮	২১.৪	৮.৩	৫.৮	১৩.৪	৫৮.৭	৭২.৮
নেপাল	০.৪৯৭	১১৫	২৫৮	৭১.৯	২৯.৫	২৪.১	৪১.২	৭৯.৭	৮৬.৮
বাংলাদেশ	০.৫২০	১১৯	১৭৬	৮৩.০	২০.০	৪২.০	৪৪.৩	৪৩.১	৮১.০
ভারত	০.৫৩০	১২৫	১৭৪	২৪.৫	১২.২	৩৫.৩	৬১.৪	২৬.৮	৭৯.১
পাকিস্তান	০.৫৪৬	১৩০	১৭৮	৩৮.৭	২০.০	২৬.৫	৪৬.১	২৪.৩	৮২.২

সূত্র: UNDP.(2016). *Human Development Report*. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/2016-report

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ: বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীর ক্ষমতায়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারীও এই মূল্যবোধ ধারণ করে এবং জীবনাচরণে তা চর্চা করে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধঃস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি হয় বিভিন্ন মূল্যবোধ। পিতৃতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে যে মূল্যবোধ তৈরি হয় সেখানে নারী নিকৃষ্ট এবং পুরুষ ব্যতীত নারীর গতি নাই। ফলে মূল্যবোধের দুষ্টচক্রে পাক খেয়ে নারী হয়ে পড়ে অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতাহীন (পারভীন, ২০১২)।

পিতৃতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রণীত আইন-কানুন: বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমঅধিকার দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩)। কিন্তু বাস্তবে, নারী সম্পর্কিত বিদ্যমান সকল আইন, বিশেষ করে

পারিবারিক আইন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক, অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি আইনে এ বৈষম্য সুস্পষ্ট। এছাড়া যৌতুক, নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আইন কাঠামোগতভাবে দুর্বল, ফলে তা যৌতুক ও নির্যাতন প্রতিরোধে তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ধর্ষণ আইন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, এতে নির্যাতিতের জন্য বিচার পাওয়া প্রায় দুরূহ। এ সকল আইন-কানুন নারীকে অধঃস্তন করে রাখে ও ক্ষমতাবন হতে দেয় না। বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তির প্রাপ্যতা থাকলেও হিন্দু আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি নেই। এভাবে সম্পত্তির অধিকারে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। শর্তসাপেক্ষে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার নারীর জীবনকে বিষিয়ে তোলে। নারী নির্যাতিত হলেও তার তালাকের অধিকার নেই। নারীর রক্ত-মাংসে যে সন্তান মাতৃগর্ভে বড় হয়ে ওঠে, নারী আইনত সেই সন্তানের অভিভাবক হতে পারে না। এভাবে এসকল আইন নারীর জীবনকে কেবল বৈষম্যের শিকার করে না, ক্ষমতাহীনও করে। শরিয়া আইনের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'সিডও' দলিলে পূর্ণ সম্মতি দেয়নি। 'সিডও' দলিলের ২ নম্বর ধারা ও ১৬(১)গ ধারা নিয়ে বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। উল্লেখ্য, এই ধারাসমূহে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিরোধে রাষ্ট্রের আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার স্বীকৃতি রয়েছে (Human Rights Watch, 2012)।

উত্তরাধিকার ও সম্পদে নিয়ন্ত্রণহীনতা: বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি নারী পায়। কিন্তু প্রচলিত সামাজিক কাঠামো ও রীতি মুসলিম নারীদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয় । এ প্রসঙ্গে করিম বলেন, "What is partiularly happening there is what when Islam recognizes half of the share of inheritence, the existing social institutions and customs have entirely forbidden them from owning parental property" (Karim, 2013)। প্রচলিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও প্রথায় সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে বিধবা হিন্দু নারী মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার পেলেও এই অধিকার ওই নারীর জীবদ্দশাতেই সীমিত থাকে এবং পরবর্তীতে তা পুরুষ উত্তরাধিকারীদের কাছে ন্যস্ত হয় (Zahur, 2016)।[8] এভাবে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। সেই সাথে নারীরা যাতে সম্পদশালী না হতে পারে সেজন্য তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিও গ্রহণ করা অনুচিত বলে প্রচার করা হয়। যে নারী তার পৈত্রিক সম্পদ প্রাপ্যতা অনুযায়ী নিতে আগ্রহী হয়, সমাজ তাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। তাই নারীর জন্য সম্পত্তি ও ক্ষমতার মালিকানা অর্জন দুরূহ।

অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা : সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীর অধঃস্তনতার অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হওয়া। এই স্বাবলম্বিতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেগম রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ

[8] Rahman, Elyus. (2008, March 8). Hindu personal law: Is it pro-women? *The Daily Star*. Available at http://www.thedailystar.net/law/2008/03/02/investigation.htm
Banerji, S. C. and Chakraborty, T. K. (2015). Hindu law. In Sirajul Islam (Ed.). *Banglapedia*. Retrieved from http://en.banglapedia.org/index.php?title=Hindu_Law
The Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act, 1929 (Act No. II of 1929). Available at http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=148

করেছেন যে, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমেই নারীর সত্যিকার মুক্তি সম্ভব'। অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন (Paul Samuelson, 1915-2009) এর ভাষায়, 'নারী আসলে পুরুষই, পার্থক্য হলো তার অর্থ নাই' ('women are just men with less money')[৫]। অর্থাৎ অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা নারীর ক্ষমতায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় বেশিরভাগ নারীই অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা মোকাবেলা ও সমস্যা সমাধানে নারীর অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, যাতে নারী নেতৃত্ব প্রদানে পুরুষের ভাগীদার না হতে পারে। নারী যাতে কোনভাবেই স্বাবলম্বী হতে না পারে সেজন্য তাকে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা এবং পছন্দমত পেশা বেছে নিতে দেওয়া হয় না। বিরাজমান সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নারীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। ফলে নারী অধিকার, মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

মৌলবাদ, ফতোয়া ও পর্দা: মৌলবাদীরা ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রেই নারীর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে না (পারভীন, ২০১২)। তারা সর্বত্র একজন পুরুষ এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। তারা নিকৃষ্টতম বিদ্বেষ ও নিয়ম-কানুন দ্বারা নারীসমাজকে পর্যুদস্ত করতে চায়। নারী যখনই আর্থিকসহ পুরুষের সকল প্রকার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে চায় তখনই এরা ফতোয়ার মাধ্যমে তাকে শাস্তি প্রদান এবং পর্দার অন্তরালে অবরুদ্ধ করার প্রয়াস পায়। বিশেষত অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াইরত গ্রামবাংলায় নারীদের নানারকম ফতোয়া দিয়ে নির্যাতন এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয় (পারভীন, ২০১২; Abusaleh and Mitra, 2016)।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের ব্যবহার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে ভিন্ন আদলে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তৃতীয় বিশ্বে আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হয়। এই তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয়, তৃতীয় বিশ্ব প্রথম বিশ্ব থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি, প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল ও পরামর্শদাতা আসতে থাকে। এই উন্নয়ন কৌশল ধনী ও পুরুষ পক্ষপাতিত্বমূলক এবং পরিবেশ-প্রতিকূল। এই কৌশলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রসারমান মুনাফাভিত্তিক কৃষি ও শিল্প প্রধানত পুরুষকেই কাজ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল শেখায় এবং প্রযুক্তির মালিক করে; কুটির শিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে নারীর কাজের ক্ষেত্র ধ্বংস করে দেয়। বাজার অর্থনীতিতে একদিকে নারী তার স্বল্প দক্ষতা ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে বাজারে টিকে থাকতে পারছে না, অন্যদিকে দারিদ্র্যের কারণে পুরুষেরা পরিবার ত্যাগ করে শহর অভিমুখী হওয়ায় নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এভাবে বাজার অর্থনীতি নারীর অবস্থা দিন দিন অবনত করছে। এ পরিবারগুলোর বেশিরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বাজার অর্থনীতির পণ্য হিসেবে নারীকে ব্যবহারের বর্ধিত প্রবণতা দেশজুড়ে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় নারীর সস্তা শ্রম ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা তার ক্ষমতায়নের জন্য কোনো উন্নয়ন কৌশল নেয়া হয়নি (পারভীন, ২০১২)।

[৫] See, Schumpeter. (December 30, 2009). Womenomics. *The Economist*. Retrieved from http://www.economist.com/node/15172746

পরিবেশ বিপর্যয়: বাংলাদেশে নারী বিশেষত গ্রামীণ নারী প্রকৃতি থেকেই নিত্যদিনের জীবন-উপকরণ সংগ্রহ করে। জ্বালানি, পশুখাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল ও ঔষধি গাছ সংগ্রহের জন্য নারী প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় শিকার নারী। ১৯৯৮ এর বন্যা কিংবা ২০০৭ সালের 'সিডর'এর সময় দেখা গেছে নারী সবচেয়ে বেশি দূষিত পানি ব্যবহার করেছে এবং চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের শিকারও তারা বেশি হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবিক অসহায়ত্বের কারণে নারী আশ্রয়কেন্দ্রে নানারকম যৌন হয়রানিরও শিকার হয়েছে। ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে নারী আরো দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে (পারভীন, ২০১২; Juran and Trivedi, 2015)। 'পরিবেশ ও নারী' বিষয়টি চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (বেইজিং ১৯৯৫) এর ১২টি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্যতম নির্ধারিত হয়। এই প্লাটফরমে পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি কর্মসূচি নির্ধারণে কৌশলগত উদ্দেশ্য চিহ্নিত হয়।[৬]

সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব: সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব রাজনৈতিক অঙ্গন কলুষিত করছে। বর্তমানে রাজনীতিতে দলাদলি, পেশীশক্তি, সন্ত্রাস, কালো টাকার ব্যবহার, ব্যাপক নির্বাচনী ব্যয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীরা পুরুষ অভিভাবকের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকে। ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য যে বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা প্রয়োজন তা নারীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, নারী বিরোধী প্রচারণা, ধর্মের অপব্যাখ্যা, যা গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত করে এবং নারী অধিকার ক্ষুণ্ন করে। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অবস্থান এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুরুষের প্রাধান্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের উপায়

রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (To increase women's participation in political structures): সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতৃত্বে নারী থাকলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। নারীর অধঃস্তন এবং বৈষম্যমূলক অবস্থান, দরিদ্রদের মধ্যেও নারীর দরিদ্রতর অবস্থান মূলধারার রাজনীতিতে ইতিবাচকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নারী নির্বাচিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি অনেক বেশি চোখে পড়ছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে নির্বাচিত নারী সদস্যরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন।

নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন পরিবর্তন (To change the laws causing discrimination against women): সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের তিনটি ধারায় আপত্তির মধ্যে ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) ধারায় আপত্তি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ সরকার। সিডও

[৬] http://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/environment

সনদের ১৩(ক) ধারায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে এই অধিকার এবং পারিবারিক কল্যাণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর ১৬(১)(চ) ধারায় রয়েছে অভিভাবকত্ব, ট্রাস্টিশিপ ও পোষ্য সন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের একই অধিকার ও দায়িত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় পুরুষ ও নারীর সমতা নিশ্চিত হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এখনও নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন আইন, বিধি, প্রথা, অভ্যাস ও দণ্ড বাতিল করা, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা, প্রয়োজনে আইনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর সমতা নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সংক্রান্ত সিডও সনদের ২ সনদের ২ নম্বর ধারা অনুমোদন থেকে বিরত রয়েছে। ১৬(১) গ ধারায় রয়েছে নারী ও পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে। যে দুটি ধারায় এখনও বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি রয়েছে তা উঠিয়ে না দিলে নারীর বিদ্যমান অধঃস্তন অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তাই বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে সিডও সনদের সকল ধারা থেকে আপত্তি প্রত্যাহার প্রয়োজন।

সর্বজনীন পারিবারিক আইনের বাস্তবায়ন (To implement uniform family laws) : বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, শ্রেণি ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর পারিবারিক জীবনে সমঅধিকার, সমদায়িত্ব, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং ভয়াবহ নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করা প্রয়োজন। এ আইনের মাধ্যমেই বর্তমানের প্রচলিত ও কার্যকর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভরণপোষণ, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, সন্তানের অভিভাবকত্ব-তত্ত্বাবধান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আইন ও রীতির সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা অকার্যকারিতা দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারীর অধিকার সম্পর্কিত ধারা ও সিডও সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু ও সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি।

প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (To change negative media exposure towards women): নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইনের চেয়ে মূল্যবোধের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর গণমাধ্যম এই মূল্যবোধ তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। নারীকে মতামত প্রদানে সক্ষম মানুষ হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করার জন্যই বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হচ্ছে। গণমাধ্যমে নারীকে প্রায়শই অবমাননাকর ও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয় যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পৌঁছায়। সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমে নারীকে পুরুষের অধঃস্তন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গণমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রোধ করা প্রয়োজন।

নারীর কাজের স্বীকৃতি ও অভিগম্যতা (Recognition and accessibility of women's work) : পরিবার ও সমাজ নারীর কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও গৃহকাজসহ নারীর অনেক কাজের স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) গণনায় গৃহকাজসহ নারীর সবধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বাস্তবতায় এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সকল ধরণের কাজে নারীর অভিগম্যতার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ রয়েছে; এমনকি কোনো কোনো কাজে নারীর অংশগ্রহণে বিধিনিষেধও রয়েছে (World Bank,

2012)। নারী সবধরনের কাজ করতে সক্ষম – পরিবার ও সমাজে এই ধারণা বিকাশের মাধ্যমে নারী মর্যাদাবান হয়ে উঠবে। সকল কাজের স্বীকৃতি ও অভিগম্যতা থাকলে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সম্প্রসারিত হবে।

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নধারা অনুসরণ (To follow a sustainable development approach): বর্তমানে আধুনিকায়িত উন্নয়ন কৌশলসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মানুষ বিকল্প উন্নয়ন কৌশল গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। স্থায়িত্বশীল বিশ্ব গড়তে হলে এমন একটি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা গড়তে হবে যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে পরিবেশের সাথে মানুষের সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা এবং নারীকে এই উন্নয়ন ধারার কেন্দ্রে নিয়ে আসা। স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিকে যেমন পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষম হবে, অন্যদিকে নারী-পুরুষের সমতার পথেও এগিয়ে যাবে এবং দেশে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন (Democratization of politics): মৌলবাদী রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতির গণতন্ত্রায়নের ফলে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে বিশেষত নারীদের পক্ষে রাজনীতিতে অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। মানুষ মৌলবাদীদের এককেন্দ্রিক তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহাকারীদের প্রতি জনসমর্থন শূন্য হতে থাকবে। রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও কালো টাকার অবসান ঘটলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা বাধামুক্ত হবে। রাজনীতির গণতন্ত্রায়নে মৌলবাদীদের ক্ষয় ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নারীদের জয় হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রসারিত হবে (Ozzano, 2009)।

সরকারি ও বেসরকারি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর প্রবেশগামিতা বৃদ্ধি (Enhancing women's accessibility to policy decisions in public and private spheres): সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নারী সম্পর্কিত ইতিবাচক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। সকল নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্তকরণ এবং নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা গেলে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিতহবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন আবশ্যক। শুধুমাত্র দারিদ্র্যকে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক নয়। বরং দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর মধ্য দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিরও উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে দারিদ্র্য, মৌলবাদ, এমনকি নারীর অদক্ষতাও নারীর ক্ষমতায়নে কোনো বাধা হয়ে উঠবে না। সাম্প্রতিক কালে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন ও নারী উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা গেলেই নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব হবে। আর এই বৈষম্য বিলোপের জন্য সামাজিক সচেতনতার স্তরে কাজ করা প্রয়োজন। কেবল শহরে নয়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষমতায়নের এই ধারণা ও প্রক্রিয়াটির সঞ্চারণ প্রয়োজন। আদিবাসী নারী, প্রান্তিক নারী, শিক্ষার্থী সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী – সবার মধ্যেই ক্ষমতায়নের ধারণাটি

ছড়িয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ের সকল স্তরে এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। এভাবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বেগবান ও টেকসই হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

ইসলাম, মো: নুরুল. (২০০৯). *মানব সম্পদ উন্নয়ন*. ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স ।

ইসলাম, মাহমুদা. (২০০২). *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*. ঢাকা: জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেসন্স।

খানম, সুলতানা মোসতাফা. (২০১২). বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: মীথ এবং বাস্তবতা. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (পৃ.৭৯-৯২). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

খানম, সুলতানা মোসতাফা. (২০০০). *নারী: ধরিত্রীয় আদলে.* লোকপত্র, সংখ্যা-৯ থেকে উদ্ধৃত।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া. (১৯৯৭ক). *রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*. ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া. (১৯৯৭খ). *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*. ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ।

চৌধুরী, নাজমা. (২০১২) নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও নারী. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (পৃ.২১-৩২). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

চৌধুরী, নাজমা. (১৯৯৫). *ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত নারীর ক্ষমতায়ন*, শীর্ষক সেমিনারের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন।

চৌধুরী, নাজমা ও বেগম, হামিদা আখতার. (১৯৯৫). *ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*. ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন।

পারভীন, শামীমা. (২০১২). নারীর ক্ষমতায়ন. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (পৃ.২৩৬-২৪৮). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০১৭), *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, ঢাকা: প্রণেতা। Retrieved from http://www.dwa.gov.bd/site/files/9607be18-ed83-4ace-b564-2fa50dfb8ac8/

সুলতানা, আবেদা. (২০১২). ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (পৃ.১৬২-১৭৯). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

সুলতানা, আবেদা. (২০০০). *রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*. লোক প্রশাসন সাময়িকী, ১৫তম সংখ্যা, জুন ২০০০, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

হোসেন, শতকত আরা. (২০১২). নারী: রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (পৃ.১৯৬-২০৮). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান. (২০১২), ভূমিকা. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ।

Baker, Jean H. (2002). *Votes for women: the struggle for suffrage revisited*. New York: Oxford University Press.

Freeman, Jo. (Jan., 1973). The origins of the women's liberation movement. *American Journal of Sociology*. 78(4), 792-811.

Batliwala, Srilatha. (1994). *Women's empowerment in South Asia*: *concepts and practices*. New Delhi: Asia South Paific Bureau of Adult Education.

Bhasin, Kamla. (1992). Some thoughts on development and sustainable development. *Women in Action*. 10-18.

Chadha, Anuradha. (2014). Political participation of women: a case study in India. *International Journal of Sustainable Development*. 7(2), 91-108.

Chen, M. (1990). *Conceptual model for women's empowerment*. Seminar paper organized by the Save the Children, USA.

GoB. (2011). *National women policy 2011*. Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs.

Griffen, Vanessa. (1987). *Women development and empowerment: a pacific feminist perception*. Kuala Lumpur: Asian Pacific Development Centre.

Edson, B. A. and Jennifer, A. L. (2014). *The process of gender*. Dubuque, IA: Kendall Hunt Publishing.

Engels, F. (1977). *The origin of the family, private property and the state*. Progress publishers: Moscow.

Human Rights Watch (2012) *"Will I get my dues … before I die?" Harm to women from Bangladesh's discriminatory laws on marriage, separation, and divorce*. A Report. New York: Author.

Islam, Mahmuda. (2015). Feminism. *Banglapedia*. Retrieved from http://en.banglapedia.org/index.php?title=Feminism

Juran, Luke and Trivedi, Jennifer. (October 2015). Women, gender norms, and natural disasters in Bangladesh. *Geographical Review*. 105 (4), 601–611.

Karim, AHM. (2013). Women's property rights in Bangladesh: what is practically happening in South Asian rural communities. *The Social Sciences.* 8(2), 160-165.

Karl, Marilee. (1995). *Women and empowerment participation and decision making*. London: Zed Books Ltd.

Khan, Md. Mahabub Ullah. (2014). *Women empowerment in Bangladesh: Role of NGOs*. Verlag: LAP Lambert Academic Publishing.

Khanum, S.M. (1999). Gateway to hell: the impact of migration on Bangladeshi women's territory, position and power in England. *Empowerment*, 6, 1-18.

Khanum, S.M. (n.d.). Knocking at the doors: the impact of RMP on the women folk in the project adjacent Areas, *Journal of Institute of Bangladesh Studies*, 23, 77-98.

Mondal, S.R. (1995). Status of Himalayan women, *Empowerment*, 6, 41-56.

McAfee, Noëlle. (2016). Feminist political philosophy. Edward N. Zalta (Ed.). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/feminism-political/

Ozzano, Luca. (2009). Religious fundamentalism and democracy. *Politics and Religion.* III (1), 127-153.

Phillips, A. (1994). *The polity reader in gender studies*, Cambridge: Polity Press.

Abusaleh, Kazi & Mitra, Ajita. (2016).Trends and patterns of violence against women in Bangladesh. *Global Journal of Human-Social Science.* 16(6), 29-34.

Singh, Pitam. (2003). *Women legislators in Indian politics*. New Delhi: Concept Publishing Company.

Smith, Sharon. (Fall 1997). Engels and the origin of women's oppression. *International Socialist Review*. Issue 2. Retrived from http://www.isreview.org/issues/02/engles_family.shtml

Todd, Janet. (2002). *Mary Wollstonecraft: a revolutionary life*. New York: Columbia University Press.

UN. (1995). *Report of the fourth world conference on women*. Beijing, China.

UNDP. (1994). *Empowerment of women*. *Report on human development in Bangladesh,* Dhaka.

UN-DESA. (2010). Guidelines on women's empowerment. Retrieved from www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html

Unnayan Podokkhep. (2000). *Steps towards development*, 5(2).

World Bank. (2012). *World development report 2012: gender equality and development*. Washington DC: Author.

Zahur, Mahua. (2016). Hindu women's property rights: Bangladesh perspective. *BRAC University* Journal, X1 (1), 79-87.

.